প্রেস রিলিজ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে সারা দেশে শহর ও পল্লি এলাকায় "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। এটি দেশব্যাপী বৃহৎ আকারে পরিচালিত অন্যতম পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। প্রতি দশ বছর অন্তর কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৯ হতে ২০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নিরলসভাবে কাজ করছে। জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (NSO) হিসেবে বিবিএস শুমারি ও জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক সকল খাতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে একটি দক্ষ, পেশাদারী ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ২৬ আগস্ট তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের অধীন পরিসংখ্যান ব্যুরো; স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশুমারি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি শুমারি ও কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরোকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমন্বিত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের সহায়তা প্রদান ও জাতীয় অগ্রগতি মূল্যায়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধিনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নিরলসভাবে কাজ করছে। জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (NSO) হিসাবে বিবিএস শুমারি ও জরিপের মাধ্যমে দেশের আথ্ সামাজিক সকল খাতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ , সংকলন ও প্রকাশ করা স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে তথ্যের চাহিদা পূরন করে আসছে। বর্তমার বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যাযনের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" হিসেবে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন এবং "ভিশন-২০২১" কে Goal হিসেবে সামনে রেখে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষনে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৯ সালে একটি আধুনিক সুউচ্চ পরিসংখ্যান ভবন স্থাপন করে পরিসংখ্যানের এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন যেখানে প্রায় ৪০০০ কর্মকর্তা কর্মচারী অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে কাজ করতে পারছে। সম্প্রতি জাতির জনকের স্মৃতি বিজড়িত এ প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেব একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের অঙ্গীকার "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি তথা সমগ্র দেশের আয়ের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। জিডিপিতে বর্তমানে বৃহত্তর কৃষির সমন্বিত অবদান শতকরা ১৩.৩১ ভাগ এবং মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪০ ভাগের বেশি কৃষিতে নিয়োজিত। কৃষির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি চলমান রয়েছে। এ কারণে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কৃষি খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি শুমারি পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি খানার সংখ্যা, খানার আকার, ভূমির ব্যবহার, কৃষির প্রকার, শস্যের ধরণ, চাষ পদ্ধতি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা, মৎস্য উৎপাদন ও চাষাবাদ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এ তথ্য-উপাত্ত কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে বেঞ্চমার্ক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা দেশব্যাপী বৃহৎ আকারে পরিচালিত একটি পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। প্রতি দশ বছর অন্তর কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী জনশুমারি এবং অর্থনৈতিক শুমারির পাশাপাশি কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এদেশে ১৯৬০ সালে প্রথম বারের মত নমুনা আকারে কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে প্রথম কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ বারের মত দেশে কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৯ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৭ কোটি। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমিতে স্থাপনা নির্মাণ, অকৃষি খাতে জমির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বর্তমানে কৃষি জমি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি খাতে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন ও পর্যায়ক্রমিক পরিসংখ্যান প্রস্তুত কৃষি শুমারির অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া ভূমির ব্যবহার, চাষযোগ্য জমির প্রকার ও ফসল বৈচিত্র্য, কৃষি উপকরণ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তৈরি করে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন জরিপের জন্য নমুনায়ন কাঠামো (Sampling Frame) প্রস্তুত ও মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য ভিত্তি উপাত্ত (Baseline data) সরবরাহ করা হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সর্বোপরি জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান নিরূপনে কৃষি শুমারির উপাত্তের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ছয়টি প্রধান ফসল যেমনঃ আউশ, আমন, বোরো, গম, আলু ও পাট ফসলের হিসাব এবং ১২০ টি অপ্রধান ফসলের হিসাব প্রস্তুত করছে। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কৃষিতে ব্যাপক বৈচিত্র্য এনেছে, উদ্ভাবন হয়েছে নতুন ফল এবং ফসলের জাত। কৃষি শুমারি-২০১৯ এর মাধ্যমে বর্তমান ১২৬ ফসলের হিসাবের পাশাপাশি নব-উদ্ভাবিত ফল ও ফসলের হিসাব পাওয়া যাবে।

এ শুমারিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শুমারিতে সংগৃহীত মৎস্য খাতের তথ্যাদি এখাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এছাড়াও গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও প্রাণিসম্পদ খাতের প্রাপ্ত তথ্যাদি এখাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে। অতীতের কৃষি শুমারিতে শুধু অস্থায়ী ফসলের তথ্য নেয়া হতো। কৃষি শুমারি-২০১৯ এ অস্থায়ী ফসলের পাশাপাশি স্থায়ী ফসলের তথ্যাদি যেমন বনজ এবং ফলদ বৃক্ষ ও এর উৎপাদন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালিত হবে দেশের সকল খানায় এবং কৃষি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক খানায়। এ শুমারিতে Dejure (সচরাচর যে খানায় যে বসবাস করে, তাকে সেই খানায় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রথমত দেশের শহর ও পল্লী এলাকায় একইসাথে এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে পৃথক প্রশ্নপত্র (Long Questionnaire) ব্যবহার করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খানায় শুমারি/জরিপ পরিচালনা করা হবে। অতীতের ন্যায় ২০১৯ এর কৃষি শুমারিতে মূল শুমারির পরপরই শুমারি পরবর্তী যাচাই (পিইসি) পরিচালনা করা হবে।

কৃষি শুমারি ২০১৯ এর মূল কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবল:

ক্র. নং	শুমারি কর্মী/জনবল	সংখ্যা (বাংলাদেশ)	সংখ্যা (ভোলা জেলা)
১)	প্রধান শুমারি সমন্বয়কারী	১	--
২)	জাতীয় শুমারি সমন্বয়কারী	১	--
৩)	অতিরিক্ত জাতীয় শুমারি সমন্বয়কারী	১	--
৪)	বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী	১০	--
৫)	জেলা শুমারি সমন্বয়কারী (ডিসিসি)	৯০	০২
৬)	উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী (ইউসিসি)	৪৯২	০৭
৭)	জোনাল অফিসার	২১২৭	৩০
৮)	সুপারভাইজার	২৩১৬৫	২৭০
৯)	তথ্য সংগ্রহকারী	১৪৪২১১	১৬৬৯

কৃষি শুমারি ২০১৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় গড়ে ২৪০টি খানা, পৌরসভা এলাকায় গড়ে ৩০০ টি খানা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গড়ে ৩৫০ টি খানা নিয়ে একটি গণনা এলাকা গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি গণনা এলাকায় তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয়ভাবে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের গণনাকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একাজে ভোলা জেলায় মোট ১৬৬৯ জন গণনাকারী রয়েছে এবং এদের কাজ পরিদর্শনের জন্য স্থানীয়ভাবে ২৭০ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও শুমারি কাজের সুবিধার্থে ভোলা জেলাকে ০২ টি শুমারি জেলায় ভাগ করা হয়েছে। যথা- ভোলা-১ (ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, দৌলতখান ও তজুমদ্দিন) এবং ভোলা-২ (চরফ্যাসন, লালমোহন ও মনপুরা)।

বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, গবেষণা সংস্থা, কৃষি বিষয়ক সংস্থাসমূহ প্রভৃতির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের জন্য হালনাগাদ কৃষি বিষয়ক তথ্য-উপাত্তের ব্যাপক চাহিদা পূরণের নিমিত্ত এ শুমারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ শুমারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সরকারের রূপকল্প ২০২১, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র (NSDS) এবং পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

মো: মাসুম মিয়া
উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
☎০৪৯১-৬২৮৩৭
✉ddbhola9@gmail.com

কৃষি শুমারি ২০১৯ এর একটি সংক্ষিপ্ত প্রচার পত্র